إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧
جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝٨

سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢
وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ
رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۝٦ لِّيُرَوْا
أَعْمَالَهُمْ ۝٧ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٨ وَمَن
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

سُورَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ عَشْرُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝٣
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۝٤ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝٥ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ
لَكَنُودٌ ۝٦ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝٧ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝٨

(৭) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। (৮) তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

সূরাযিলযাল

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? (৪) সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, (৫) কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতেপাবে।

সূরা আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের, (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের (৩) অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের (৪) ও যারা সে সময়ে ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে (৫) অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে—(৬) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ (৭) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত (৮) এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ এ আয়াতে জান্নাতীদের প্রতি সর্ববৃহৎ নেয়ামত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতীদেরকে উদ্দেশ করে বলবেন ঃ يا اهل الجنة (হে জান্নাতীগণ) তখন তারা জওয়াব দেবে لبيك ربنا وسعديك والخير كله فى يديك হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যের জন্যে প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, هل رضيتم তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নেয়ামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নাযিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।—(বোখারী, মুসলিম)

আলোচ্য আয়াতেও খবর দেয়া হয়েছে যে, জান্নাতীরাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতেই পারে না। এমতাবস্থায় এখানে জান্নাতীদের সন্তুষ্টি উল্লেখ করার তাৎপর্য কি? জওয়াব এই যে, সন্তুষ্টির এক স্তর হল প্রত্যেক আশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া এবং কোন কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানো সন্তুষ্টি বলে এই স্তরই বোঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ সূরা যোহায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ অর্থাৎ, সত্বরই আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তা হলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার একটি উম্মতও জাহান্নামে থাকবে।—(মাযহারী)

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ সূরার উপসংহারে আল্লাহ্র ভয়কে সমস্ত ধর্মীয় উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নেয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোন শত্রু, হিংস্র জন্তু অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাকে خشية বলা হয় না; বরং কারও অসাধারণ মাহাত্ম্য ও প্রতাপ থেকে যে ভয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই خشية বলা হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং অসন্তুষ্টির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে কামেল ও প্রিয় বন্দায় পরিণত করে।

সূরা যিলযাল

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا — আয়াতে প্রথম শিংগা ফুঁকার পূর্বেকার ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুঁৎকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উত্থিত হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও তফসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্নরূপ যে, আলোচ্য আয়াতে কোন্ ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এস্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বোঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, এরপর কেয়ামতের অবস্থা